দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ JUL 22 1999
পৃঃ ৬ কলাম ৬

বেসরকারী শিক্ষার উন্নয়নে কতিপয় প্রস্তাব

বিগত সরকারের আমলে বেসরকারী শিক্ষার উন্নয়নে কতিপয় পদক্ষেপের কথা তৎকালীন শিক্ষা সচিব দৈনিক পত্রিকায় সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে ঘোষণা করিয়াছিলেন। উঁহাদের অন্যতম ছিল বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগের জন্য একটি পৃথক বেসরকারী পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠন। ইহা ছিল যুগোপযোগী একটি ঘোষণা। কারণ, বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগে স্বজনপ্রীতি, লক্ষ লক্ষ টাকার ঘুষ গহণ ও স্থানীয় লোকদের প্রভাবে অনেকক্ষেত্রেই অযোগ্য লোক শিক্ষক-কর্মচারী হিসাবে নিয়োগ পাইয়া থাকে। যাহার ফলে ছাত্রদের মাঝে নকলের প্রবণতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে। এই ধরনের অবাঞ্ছিত নিয়োগ প্রতিরোধে বেসরকারী পাবলিক সার্ভিস কমিশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিতে পারিত। ইহাছাড়াও সরকারের সচিবমহোদয় সরকার বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের জন্য অবসরকালীন ভাতা প্রদান ও কল্যাণ ট্রাষ্ট গঠনের আশ্বাস প্রদান করেন। এই ধরনের ঘোষণা শিক্ষিত মহলে প্রশংসিত হইয়াছিল। কিন্তু ২৪শে অক্টোবর, ১৯৯৫ তারিখে প্রকাশিত শিক্ষাবিরোধী জনবল কাঠামো ও প্রধান শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষক ব্যতীত সকল শিক্ষক-কর্মচারীকে ৮ বৎসর চাকুরীর মেয়াদ পূর্তিতে ১টি করিয়া টাইম স্কেল প্রদানের ঘোষণায় শিক্ষা সংকোচন নীতির বহিঃপ্রকাশ ঘটে। কারণ এই বৈষম্যমূলক সিদ্ধান্তে সহকারী শিক্ষক এবং কর্মচারিগণ খুশী হইলেও প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষকগণ দারুণভাবে মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছেন। কারণ একজন বি,এড স্কেলপ্রাপ্ত শিক্ষক পুনরায় টাইম স্কেল পাইলে তাঁহার বেতন সহকারী প্রধান শিক্ষকের সমতুল্য হয়। তাই প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনকালে সহকারী শিক্ষকগণ প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষককে মানিতে চান না। তদুপরি স্থানীয় পর্যায়ে ম্যানেজিং কমিটির সভাপতিগণ সরকারী ও প্রাতিষ্ঠানিক বেতন বিলে স্বাক্ষরের ব্যাপারে শিক্ষক-কর্মচারীদেরকে হয়রানি করিয়া থাকেন। এমতাবস্থায়, বেসরকারী শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য এবং প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষকদের প্রাপ্য মর্যাদা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ বেসরকারী পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠন, অবসরকালীন ভাতা প্রদান ও কল্যাণ ট্রাষ্ট কার্যকর করার নীতিমালা প্রকাশ, ২৪শে অক্টোবর, ১৯৯৫ সনের জনবল কাঠামো বাতিল, সহকারী শিক্ষকদের ন্যায় প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষকদের টাইম স্কেল প্রদান এবং সরকারী ও প্রাতিষ্ঠানিক বেতনাংশ জিলা শিক্ষা অফিসার/থানা নির্বাহী অফিসারের মাধ্যমে প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ের সুদৃষ্টি কামনা করিতেছি।

মোহাম্মদ আলী,
সহকারী প্রধান শিক্ষক,
রেকমত আলী উচ্চ বিদ্যালয়,
সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।